আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন

প্রতিটি কাজের পেছনেই থাকে একটি চালিকাশক্তি। আর একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই মুমিনের অন্তরে যখন ঈমান প্রাধান্য বিস্তার করে তখন এই ঈমান তাকে এমনসব কাজের দিকে নিয়ে যায়, যা করার কথা সাধারণ মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। এসকল চালিকাশক্তির মধ্যে অন্যতম একটি চালিকাশক্তি হলো মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান। নিঃসন্দেহে সুসংবাদ প্রদান একটি মহান ইবাদত। আল্লাহ ﷻ তাঁর নবী-রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে এই কাজ করতে উৎসাহিত করেছেন। সুসংবাদ প্রদানের বেশ কয়েকটি স্তম্ভ ও মূল ভিত্তি রয়েছে। এর মধ্যে দুটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হলো আল্লাহ ﷻ মুমিনগণকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তার সুসংবাদ প্রদান। কেননা মুমিনদের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, আল্লাহ ﷻ তাদের অবস্থান সর্বদাই উঁচু রেখেছেন। তিনি ﷻ বলেন: {আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই শ্রেষ্ঠ; যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।} [আলে ইমরান:১৩৯]

এই শ্রেষ্ঠত্বের একটি অর্থ হলো নিজের মধ্যে ইজ্জত ও গৌরব অনুভব করা, যার নিশ্চয়তা আল্লাহ ﷻ দিয়েছেন তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও তাঁর পথে জিহাদকারী বান্দাদেরকে। তাই একজন মুমিন সর্বদাই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। কেননা মুমিনের এই ইজ্জত ও সম্মান স্বয়ং আল্লাহর ইজ্জতের সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ হলেন সকল ইজ্জতের মালিক, সুউচ্চ ও মহামহিম। রাসুলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহায় থাকাকালীন সময় কুরাইশীরা যখন তাঁর খোঁজ করছিল, তখন তাঁকে কুরাইশের বিরুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন: {এবং তিনি কাফিরদের (শির্কের)কালিমা নিচু করে দিলেন, আর আল্লাহর (তাওহীদের)কালিমাই সুউচ্চ সমুন্নত} [তাওবাহ:৪০] আল্লাহ ﷻ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কাফিরদের কালিমাকে নিচু ও লাঞ্ছিত করে দিবেন। কেননা কাফিররা যতই হম্বিতম্বি ও আস্ফালন দেখাক না কেন, আল্লাহ ﷻ নিজ ক্ষমতা ও শক্তিবলে তাদের পতন ঘটাবেন। এখানে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ ঐ সময়টিতে কাফিরদের কালিমা নিচু করে দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি ﷻ স্বীয় কালিমাকে ঐ মুহূর্তে সমুন্নত করেছেন - এমনটা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহর কালিমাই সমুন্নত’। কেননা আল্লাহর কালিমা চিরকাল সমুন্নত। পূর্বেও সমুন্নত ছিলো, এখনও সমুন্নত আছে। কাজেই এটি থেকে যেন মুমিনরা সুসংবাদ গ্রহণ করে, তাদের পতাকা সদা সমুন্নত, এবং তা কখনই নতজানু হবে না।

আর ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন: {যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।} [আল-মুনাফিকূন:৮]

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: মুমিনদেরকে আল্লাহর সহায়-সান্নিধ্যের সুসংবাদ প্রদান। এটিই সেই চালিকাশক্তি, যা তাদের আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী কাজগুলো করার প্রেরণা যোগায়। যদিও মানুষ মুমিনদের এসব কাজকে পাগলামি ও ভীমরতি বলে মনে করে।

আল্লাহ ﷻ কুর‘আনে মুজাহিদগণকে এই বিষয়টির আশ্বাস দিয়ে বলেন: {এবং মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমনভাবে তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।} [আত-তাওবাহ:৩৬] তিনি ﷻ আরও বলেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।} [আত-তাওবাহ:১২৩]...কুর‘আনের একটি স্থানে আল্লাহ বিজয়-শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর সহায়-সান্নিধ্যের

সুসংবাদ একসাথে দিয়েছেন। তিনি ﷻ বলেন: {সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান করো না; তোমরাই শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তোমাদেরই সঙ্গে রয়েছেন।} [মুহাম্মদ:৩৫]....মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদানের কাজটি করা উচিত সর্বাবস্থায়; সুখে এবং দুখে, বিজয়ের সময়ে এবং পরাজয়ের সময়ে, দাওয়াতের কঠিন সূচনালগ্নে এবং দাওয়াত যখন সমর্থনপুষ্ট হয় তখন, যখন অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং যখন শত্রুদল চতুর্দিক থেকে হানা দেয়। মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন যাতে তাদের মনোবল চাঙ্গা হয় এবং তারা দৃঢ়পদ থাকে। আর কাফিরদের হৃদয়গুলো যাতে ক্রোধের আগুনে জ্বলতে থাকে। ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচারের কঠিন দিনগুলোতেও আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে আদেশ করেছিলেন যাতে তিনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি ﷻ বলেন: {আমি মূসা ও তার ভাইয়ের কাছে ওয়াহী পাঠালাম, 'তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘরবাড়ি নির্মাণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কিবলামুখী বানাও। আর সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং সুসংবাদ দাও মুমিনদেরকে।'} [ইউনুস:৮৭]

আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তো আহযাবের যুদ্ধের দিনও পরিখা খননকালে একটি অত্যধিক শক্ত পাথরে আঘাত করছিলেন আর মুমিনদেরকে একে একে ইরাক, শাম ও ইয়ামেন বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছিলেন: ''তিনি বিসমিল্লাহ বলে পাথরে একটি আঘাত করলেন আর পাথরটির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেলো। অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! শামের চাবিসমূহ আমাকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এখান থেকেই সেখানকার লালপ্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি।' অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে আরেকবার আঘাত করলেন এবং পাথরটির আরও এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। তারপর তিনি বললেন: 'আল্লাহু আকবার! আমাকে পারস্যের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এখান থেকেই সেখানকার শহরগুলো দেখতে পাচ্ছি, এবং সেখানের শ্বেতপ্রাসাদটাও দেখতে পাচ্ছি।' এরপর তিনি আবার বিসমিল্লাহ বলে পাথরে আঘাত করলেন এবং তাতে পাথরের বাকি অংশটুকুও ভেঙ্গে পড়ে গেলো। অতঃপর তিনি বললেন: 'আল্লাহু আকবার! ইয়ামেনের চাবিসমূহ আমাকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি এখান থেকেই সান'য়ার প্রবেশদ্বারগুলো দেখতে পাচ্ছি।'' আহযাবের দিনের সেই ঘোর অন্ধকারময় সময়ও তিনি এভাবে মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছিলেন, এবং দৃঢ়চিত্তে উচ্চারণ করছিলেন তাকবীরের ধ্বনি। এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় হলো, বনু কোরায়যা চুক্তিভঙ্গ করেছে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সংবাদ পৌঁছানোর পর তিনি পরিপূর্ণ ইয়াক্বিনের সাথে বলেছিলেন: ''আল্লাহু আকবার! সুসংবাদ গ্রহণ করো হে মুসলিম জাতি।''

বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট কিংবা পরাজয়-দূর্বলতার মতো জাগতিক তাকদিরের লেখনিসমূহকে মুমিনের অন্তর উদারচিত্তে শার'ঈ নির্দেশনা মোতাবেক গ্রহণ করে নিতে পারে। তারা এসবকে গ্রহণ করে নেয় আল্লাহর আদেশ মান্য করা, সবর করা ও মুমিনদেরকে আশান্বিত করার মাধ্যমে। অপরদিকে মুনাফিকের অন্তর এসবের কিছুই করতে পারে না। এজন্য খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহর প্রতি অশুভ ধারণা পোষণকারী বিকৃত মনা বিশ্বাসঘাতক মুনাফিকরা কুৎসিত ভাষায় বলেছিল: ''মুহাম্মদ আমাদেরকে রোম ও পারস্যের রাজার ধনভাণ্ডার লাভের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, অথচ আমাদের শৌচাগারে যাওয়ার নিরাপত্তাটুকুও নেই।''

মুমিনদের সুসংবাদ প্রদান হলো তাদের উৎসাহ প্রদানের সম্পূরক। এ দুটোই মহান রবের নির্দেশ, এবং জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। আল্লাহ ﷻ বলেন: {মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন} এবং তিনি ﷻ বলেন: {মুমিনদেরকে উৎসাহিত করুন}

কুর'আনের যেখানেই আল্লাহ ﷻ জিহাদের আদেশ দিয়েছেন সেখানেই তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। কখনো অভিভাকত্বের সুসংবাদ, কখনো বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ, আবার কখনো বা জান্নাতের সুসংবাদ। যাতে এটি তাদের উদ্যম বৃদ্ধি, অন্তর শক্তিশালীকরণ এবং নতুন করে উদ্দীপনা জাগানোর প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন: {এবং (তিনি তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি (অনুগ্রহ;) আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর সুসংবাদ প্রদাব করুন মুমিনদেরকে} [আস-সফ:১৩], তিনি আরো বলেন: {তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনাহ(শির্ক) নির্মূল হয় এবং দ্বীন(ইবাদত) পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়। অতঃপর তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কার্যাবলীর ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।} [আল-আনফাল:৩৯-৪০]

এই উম্মতকে আল্লাহ ﷻ বিজয়, আধিপত্য ও গৌরবের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ﷻ বলেন: {নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলগণ ও মুমিনদেরকে বিজয়ী করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দন্ডায়মান হবে সেদিন।} [গাফির:৫১] আল্লাহ ﷻ আরও বলেন: {তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে(ইসলাম) নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ স্বীয় নূরকে পরিপূর্ণ করেই ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা ঘৃণা করে।} [আত-তাওবাহ:৩২] তিনি ﷻ আরও বলেন: {আমি (লাওহে মাহফূযে) উল্লেখ করার পর আসমানি কিতাবসমূহেও লিখে দিয়েছি যে, 'নিশ্চয়ই (দুনিয়ার ও জান্নাতের) ভূমির উত্তরাধিকারী হবে আমার সৎকর্মশীল বান্দারা।'} [আল-আম্বিয়া:১০৫]

আর সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া, জান্নাতে প্রবেশ করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ। এজন্য যারা নিজেদের জীবন আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ ﷻ বলেন: {কাজেই তোমরা (আল্লাহর সঙ্গে) যে সওদা করেছো

তার জন্য আনন্দিত হও, আর এটিই মহা সাফল্য। (এই মুমিনরা) তওবাকারী, ইবাদতকারী... এবং সুসংবাদ দাও মুমিনদেরকে} [আত-তাওবাহ:১১১-১১২] আল্লাহ ﷻ আরও বলেন: {অতএব যারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করতে চায় তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। এবং যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, অতঃপর সে নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয়, আমি তাকে অচিরেই দান করব মহা পুরস্কার।} [আন-নিসা:৭৪]

যারা তাগুতকে পরিহার করেছে এবং তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদেরকেও আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ﷻ বলেন: {আর যারা তাগুতের ইবাদত পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে} [আয-যুমার:১৭] ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন: ‘‘দুনিয়াতেই তাদের জন্য আখিরাতে জান্নাত লাভের সুসংবাদ রয়েছে।’’

আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয়ে মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা হলো অনিবার্য সত্য ঘটনার সুসংবাদ। মুজাহিদদের দেওয়া সুসংবাদ কোনো ধোঁকাবাজি কিংবা মিথ্যা আশা নয়, যেমনটা মুনাফিকরা দাবী করে আর বলে: {এদের দ্বীন এদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে।} [আল-আনফাল: ৪৯]

মুজাহিদগণের সুসংবাদগুলো কোনো ফাঁকা বুলি নয়। তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো অনর্থক ও ভূয়া নয়। নিশ্চয়ই মুজাহিদগণের প্রতিশ্রুতি সত্য, আর তাদের হুমকিগুলোও ইন-শা আল্লাহ বাস্তবায়িত হবে। মিত্রদের আগে শত্রুরাই এটি অনুধাবন করে। কেননা এসব প্রতিশ্রুতির উৎস হলো আল্লাহ ও তাঁর সত্য ওয়াদার প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাস। অতঃপর আমরা মুসলিমদেরকে তাগুতগোষ্ঠির সকল দূর্গ বিজয় করার এবং সেগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ প্রদান করছি। সুসংবাদ প্রদান করছি আরব উপদ্বীপ, ফিলিস্তিন ও কনস্টান্টিনোপল পুনরায় বিজয়ের এবং ইন-শা-আল্লাহ এর পাশাপাশি রয়েছে রোম বিজয়ের সুসংবাদও। এটি আমরা বলছি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে, ধারণা কিংবা পর্যালোচনা থেকে নয়। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ, সামনের দিনগুলোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের মুহুর্তের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন। কেননা এটি হলো আল্লাহর ওয়াদা, আর আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এবং পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা বিশজগতের মহামহিম রব আল্লাহর জন্য।